OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 70
Website: https://tirj.org.in, Page No. 632 - 634
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 632 - 634
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

পুরুলিয়ার লোকবিশ্বাসের ধারায় 'ধর্ম ঠাকুরের ব্রত'

সাবিনা খাতুন
স্টেট এডেড কলেজ টিচার
বাংলা বিভাগ, মহাত্মা গান্ধী কলেজ, পুরুলিয়া
Email ID : sabinakhatunprl@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword

Abstract

Discussion

পশ্চিমবঙ্গের এক প্রান্তিক জেলা 'পুরুলিয়া'। জেলার লোকায়ত সমাজ জীবনে সারাবছরেই কোনো না কোনো উৎসব-পার্বণ লেগেই আছে। উৎসব-পার্বণ মানেই আচার-অনুষ্ঠানের পর্ব। দীর্ঘকাল ধরে পুরুলিয়া জেলার লোকজীবনে সামাজিক ও ধর্মীয় নানান আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয়ে আসছে। এখানকার নর-নারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আচার-অনুষ্ঠানগুলিতে অংশগ্রহণ করে থাকেন। লোকাচার বিধি মেনেই নর-নারীরা উৎসব-পার্বণগুলি পালন করে থাকেন। জেলার উৎসব-পার্বণের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে এখানকার 'ব্রত'গুলি। ব্রত হল কোন কিছু কামনার উদ্দেশ্যে দেবতার কাছে প্রার্থনা জানিয়ে যে আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয় তাকে বলা হয় ব্রত।

> "মানুষের কামনা-বাসনা পূরণের জন্য কৃত্য সম্পাদনই ব্রত অর্থাৎ কোনও কিছুর উদ্দেশ্যে নারীসমাজ আন্তরিকভাবে যে সকল ক্রিয়াচার পালন করে তা-ই হল ব্রত।"[১]

এখানকার লোকসমাজে ভাদু ব্রত, টুসু ব্রত, করম-জাওয়া ব্রত, লক্ষ্মীর ব্রত, শিবের ব্রত র মত অজস্র ব্রত প্রচলিত। সমস্ত ব্রতের মূলে রয়েছে কামনা। এই কামনা স্বামী-পুত্র-ভ্রাতার মঙ্গল কামনা, রোগব্যাধি নিরাময়ের কামনা, সুস্বাস্থ্যের কামনা, শস্য ও ধন সম্পদ বৃদ্ধির কামনা, পুত্র সন্তান লাভের কামনা ও বৃষ্টির কামনা – অর্থাৎ মানব জীবনের সার্বিক মঙ্গলকামনা করা হয় এই সমস্ত ব্রতগুলিতে।

ব্রতগুলি মূলত নারীকেন্দ্রিক। জেলার অধিকাংশ ব্রত নারীরা অংশগ্রহণ করে থাকেন। যেমন - মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত, ভাদু ব্রত, টুসু ব্রত, করম-জাওয়া ব্রত, লক্ষ্মীর ব্রত, তুলসী ব্রত প্রভৃতি। বাঙালি নারী চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থেকেও স্বামী-সন্তান ও সাংসারিক মঙ্গলকামনা করে থাকেন ব্রতের মধ্যে দিয়ে। পুরুষেরা সুস্বাস্থ্যের কামনায়, রোগব্যাধি দূরীকরণে অনেক সময় ব্রত পালন করে থাকেন। কখনো একক ভাবে আবার কখনো নারীদের সঙ্গে যৌথভাবে ব্রত করে থাকেন। জেলায় নারী-পুরুষ যৌথ ব্রতের সংখ্যাও কম নয়। যেমন - শিবের ব্রত, মনসার ব্রত, গাজন ব্রত, ধর্মের ব্রত, শীতলার ব্রত প্রভৃতি। ব্রতগুলি উদ্ভবের পেছনে রয়েছে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার। জেলার নর-নারীরা লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার বশতই ব্রতগুলি পালন করেন। পুরুলিয়া জেলার 'ধর্মঠাকুরের ব্রত' তেমনই এক ব্রত। পুরুলিয়া জেলার লোকদেবতা ধর্মঠাকুর। ধর্মঠাকুরের পূজা আসলে সূর্যের পূজা। সূর্যের অপর নাম বলা হয় ধর্মরাজ। ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্মঠাকুরকে সূর্যদেব

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 70
Website: https://tirj.org.in, Page No. 632 - 634
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বলা হয়েছে। ধর্মঠাকুরের মন্দির বা থান থাকলেও কোথাও তার নির্দিষ্ট মূর্তি নেই। প্রতিটি মন্দিরে একখণ্ড পাথর যা ধর্মশিলা নামে পরিচিত সেটাকেই ধর্মঠাকুর বলা হয়।

> "ধর্মঠাকুরের কোন মূর্তি নাই। তাহার পরিবর্তে এক খণ্ড স্বাভাবিক পস্তরই এই নামে পুজিত হয়।"[২]

কেবল পুরুলিয়া জেলায় নয় সমগ্র রাঢ় অঞ্চলের লোকদেবতা ধর্মঠাকুর। ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্যের কথা পুরুলিয়া জেলা ছাড়াও বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া, মেদিনীপুর, দক্ষিণ ও উত্তর চব্বিশ-পরগনা অর্থাৎ সমগ্র রাঢ় অঞ্চল জুড়ে রয়েছে। প্রতিটি জেলায় ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করে ব্রত-উৎসব পালিত হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় - বীরভূম জেলার ধর্মঠাকুরের কথা। বীরভূম জেলার সিউড়ি শহরের মালাকার পাড়ায় অবস্থিত ধর্মঠাকুর। এখানে আষাঢ় মাসে বা শ্রাবণ পূর্ণিমায় ধর্মঠাকুরের পূজা হয়। বীরভূম জেলায় ধর্মের ভক্তরা আগুন নিয়ে, কাঁটা নিয়ে খেলা করে। আবার বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড়ে আষাঢ় পূর্ণিমায় ধর্মঠাকুরের পূজা হয়। এই পূজা উপলক্ষে এখানে মেলা বসে। ধর্মপূজা উপলক্ষে এখানে গাজন হয়। যা ধর্মের গাজন নামে পরিচিত।

ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্যের কথা মধ্যযুগের ধর্মমঙ্গল কাব্যেও রয়েছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যে এই ব্রতের উল্লেখ রয়েছে –

> "প্রবেশ করিলে পূর্ণ পঞ্চম বৎসরে।
> বার বর্ণ সকলে ধর্মের ব্রত করে।।"[৩]

পুরুলিয়া জেলায় পাড়া, দুরমট, ছড়রা, বিলতোড়া, মানবাজার, নেতুরিয়া, রঘুনাথপুর প্রভৃতি এলাকায় ধর্মঠাকুরের পূজা হয়। জেলার অধিকাংশ স্থানেই ধর্মঠাকুরের পূজা হয় বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে। যেমন - দুরমট ও পাড়ায় বৈশাখ মাসে বুদ্ধপূর্ণিমার সময় ধর্মঠাকুরের পূজা হয়। পাড়ায় ধর্মঠাকুরের পূজা হয় বৈশাখ মাসে বুদ্ধপূর্ণিমার দিন। ব্রতিনীরা পূজার আগের দিন বার করেন। পূজার দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাস করে থাকেন। কেউ কেউ আবার দণ্ডী দেয়। সন্ধ্যায় পূজার পর কিছু খেয়ে উপবাস ভঙ্গ করেন। মন্দিরের পাশেই আছে এক বটগাছ। ভক্তরা এই গাছে সুতো বেঁধে মানত রাখেন। ধর্মঠাকুরের পূজা উপলক্ষে এখানে মেলা হয়। মেলা চলে সাতদিন ধরে। মেলায় জেলা ও জেলার বাইরের হাজার হাজার লোকজনের সমাগম ঘটে। এখানে নারী ব্রতিনীর সংখ্যা বেশি। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ ধর্মঠাকুরের পূজা ও মেলা দেখতে আসেন।

জ্যৈষ্ঠ মাসে রঘুনাথপুরের আড়রা গ্রামে ধর্মঠাকুরের পূজা হয়। এখানে মূল পূজা হয় তিন দিনের। প্রথম দিন ভক্তারা ক্ষৌরকর্ম করেন। সেদিন বার করেন। দ্বিতীয় দিন উপোস করতে হয়। সেদিন মূল পূজা হয়। পূজাতে পদ্মফুল ও একধরনের কাগজের ফুল দেওয়া হয়। পূজার দিন সন্ধ্যার সময় ভক্তারা অঙ্গে শলাকা বিদ্ধ করেন এবং নৃত্য করতে করতে মন্দিরে প্রবেশ করেন। তৃতীয় দিন হয় চড়ক ঘোরা। নারী-পুরুষ উভয়েই ধর্মঠাকুরের ব্রত পালন করেন। কেউ কেউ দণ্ডী দেয়। কেউ আবার মশাল নৃত্য করেন। এখানেও ধর্মঠাকুরের পূজাকে কেন্দ্র করে মেলা বসে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গ্রামে প্রতিটি বাড়িতে আত্মীয় স্বজনের ভিড় দেখা যায়। পাশাপাশি গ্রামগুলি থেকেও লোকজনের আগমন ঘটে।

শ্রাবণ মাসে ধর্মঠাকুরের পূজা হয়। যেমন - ছড়রার ধর্মঠাকুরের পূজা। শ্রাবণ মাসে রাখী পূর্ণিমার দিন এখানে ধর্মঠাকুরের পূজা হয়। ধর্মঠাকুরের পূজাকে কেন্দ্র করে নারী-পুরুষ উভয়েই ব্রত পালন করেন। সারাদিন উপবাস দিয়ে সন্ধ্যার সময় ধর্মের থানে মানত রেখে দণ্ডী কাটে। পুরুষেরা ধর্মের মাহাত্ম্য বিষয়ক গান করতে করতে মন্দির প্রদক্ষিণ করেন। সাধারণত জেলার ডোম ও বাউরি সম্প্রদায়ের পুরোহিতরা ধর্মঠাকুরের পূজার দায়িত্বে থাকেন। তবে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষেরাও এই পূজায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। পূজায় ধর্মঠাকুরকে ঘি, গুড়, আতপচাল, কলা, বাতাসা, সিঁদুর নিবেদন করা হয়। পুরুলিয়া জেলার ছড়রা গ্রামের পোদ্দার পাড়ায় ধর্মঠাকুরের মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দিরে পাথরের অনেকগুলি বিগ্রহ আছে। একসময় এখানে অনেক বিগ্রহ ছিল। পরবর্তীকালে কিছু চুরি হয়ে গেছে। আর কিছু জেলার

রামকৃষ্ণমিশনের সংগ্রহশালায় আছে। গ্রামের মন্দিরে ধর্ম ঠাকুরকে (ধর্মশিলা) কাঠের সিংহাসনে বসানো আছে। মন্দিরে আরও অনেকগুলি মূর্তি আছে। সেগুলিও কাঠের সিংহাসনে বসানো। বেশ কিছুগুলি ভগ্নমূর্তি আছে। ধর্ম মন্দিরের পাশে আছে ভগ্ন সূর্য মন্দির ও জৈন মন্দির। প্রতিবছর রাখীপূর্ণিমার দিন এখানে ধর্মঠাকুরের পূজা হয়। ব্রতিনীরা পাশের পুকুরে স্নান সেরে দণ্ডী দেয় ধর্ম মন্দির পর্যন্ত। এখানকার ধর্মরাজ ঠাকুর খুবই জাগ্রত বলে এলাকাবাসীর বিশ্বাস। ধর্মপূজা উপলক্ষে এখানে একদিনের মেলা হয়। মেলায় হাজার হাজার মানুষের সমাগম ঘটে। পুরুলিয়া জেলা ছাড়াও সুদূর ধানবাদ, চাষ, চন্দনকিয়ারী, হাজারীবাগ থেকে ভক্তরা আসেন এই মেলায়। ধর্মরাজ ঠাকুরের পূজাকে কেন্দ্র করে এই মেলা হয় বলে এই মেলা ধর্মরাজের মেলা নামে পরিচিত।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে পুরুলিয়া জেলার নানান প্রান্তে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্যের কথা রয়েছে। ধর্মঠাকুরের পূজা উপলক্ষে মেলার আয়োজন। নারী-পুরুষ উভয়েই ব্রত পালন করেন। কঠোর সাধনার মধ্য দিয়ে ব্রতিনীরা ব্রত পালন করেন। নারীরা স্বামী-সন্তানের মঙ্গলকামনায় এবং পুত্র সন্তানের কামনায় ধর্মঠাকুরের ব্রত করেন। এছাড়া বিভিন্ন চর্মরোগ যেমন - কুষ্ঠ, হাম, পক্স প্রভৃতি রোগ নিরাময়ে এই ব্রত পালন করা হয়। নারী-পুরুষ উভয়েই মানত করেন। মানত পূরণ হলে ধর্মঠাকুরের কাছে পূজা দেন এবং পাঁঠা বলি দেন।

আজও পুরুলিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিবছর ধূমধাম ভাবে ধর্মঠাকুরের পূজা হয়। পূজা উপলক্ষে মেলা ও পার্বণে ভক্তরা মেতে উঠেন। নারী-পুরুষ উভয়েই ভক্তিভরে ধর্মঠাকুরের পূজা করেন, ব্রত পালন করেন। এলাকার জনমানসে বিশ্বাস ধর্মঠাকুরের পূজা এবং ব্রত করলে যে কোনো ধরণের চর্মরোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। পুত্র সন্তান লাভ হয়। আজও সেই বিশ্বাস বশতই জেলার বিভিন্ন গ্রামে ধর্মঠাকুরের পূজা হয়ে চলেছে। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে নর-নারীরা এখনো ধর্মঠাকুরকে বিশ্বাস করে চলেছে। ব্রতিনীদের কামনা পূরণ হওয়ার কারণে এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে।

Reference:

১. বসাক, শীলা, ‘বাংলার ব্রতপার্বণ’, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৮
২. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, ‘মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস,’ এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মে ২০১৫ পৃ. ৫০৫
৩. গাঙ্গুলি, মাণিকরাম, ‘ধর্মমঙ্গল’, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ. ২৬৪

Bibliography:

ক্ষিতীশচন্দ্র দেওঘরিয়া (৭০), ২রা শ্রাবণ ১৪৩১ সোমবার, ছড়রা, পুরুলিয়া।
কৈলাস মালাকার (৬৪), ২রা শ্রাবণ ১৪৩১ সোমবার, ছড়রা, পুরুলিয়া।
তরুণদেব, ভট্টাচার্য, ‘পুরুলিয়া’, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৬
ড. দয়াময় মণ্ডল, ও প্রদীপ কুমার ঘোষ, ‘মানভূমের সংস্কৃতি’, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, নভেম্বর, ২০২২
বিনয়, ঘোষ, ‘পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (১য় খণ্ড), দীপ প্রকাশন, কলকাতা, পরিমার্জিত সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৯
শিবশঙ্কর, সিং, ‘পুরুলিয়ার লোকমেলা’, নলেজ ব্যাঙ্ক পাবলিশার্স এ্যান্ড ডিসট্রিবিউটরস্, কলকাতা, জানুয়ারী, ২০২১
ড. সুভাষ, রায়, ‘পুরুলিয়ার মন্দির-স্থাপত্য’, রাঢ় প্রকাশন, বীরভূম, পরিমার্জিত সংস্করণ, ২০২৩